গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ জুলাই ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এনকাউন্টার ঃ অপরাধীর শাস্তি, নাকি তাকে আড়ালই লক্ষ্য

বারুইপুরের সূর্যপুরে ১১ বছরের নাবালিকাকে নৃশংস অত্যাচার করে খুনের ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে পুলিশ এনকাউন্টারে হত্যা করার পর বিজেপির নেতা-কর্মীরা ব্যাপারটাকে দেখাতে চাইছেন যেন সরকার ন্যায় বিচার দিয়ে দিল! তাদের এক নেতার কথায় 'দৈব শাস্তি'। মুখ্যমন্ত্রী 'সকালে জমা, বিকালে খরচ'-এর কথা রেখেছেন বলে তাঁরা খুব উল্লাস করছেন। যদিও বাস্তবে জমা এবং খরচের হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ফাঁক অনেক।

যে স্থানীয় বিজেপি নেতা অভিযুক্তদের ফাঁড়ি এবং থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এফআইআর-এ তাঁর নাম থাকলেও তাঁকে 'জমা' করার ব্যাপারে পুলিশ কী করছে, তা জানা যায়নি আজও। মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ অনেক আগে পেলেও স্থানীয় মানুষ তার দেহ উদ্ধার করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ার আগে পর্যন্ত পুলিশ গা-ছাড়া ভাব দেখাল কেন সেই হিসাবও মিলছে না। যেমন মিলছে না, ওই এলাকায় গত এক বছরের মধ্যে ১৫০ জন মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা জানা সত্ত্বেও পুলিশ কেন এতদিন নড়ে বসতে পারেনি, তার হিসাবও। প্রশ্ন উঠছে, হাতকড়া বাঁধা একজন ধৃতের পক্ষে একদল পুলিশের মধ্য থেকে এক অফিসারের সার্ভিস রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা আদৌ সম্ভব কি না? পুলিশ গভীর রাতে জলকাদার জায়গায় কেন ঘটনা পুনর্নির্মাণে যাবে, কেন আশেপাশের কেউ তিন তিনটে গুলি চলার কোনও শব্দ শুনতে পেল না? পুলিস কি ঘটনা পুনর্নির্মাণের আবশ্যিক ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা করেছিল? কেন ফরেন্সিক পরীক্ষার আগেই এনকাউন্টারে মৃতের দেহ পুড়িয়ে ফেলা হল? এনকাউন্টার নিয়ে পুলিশের এফআইআর এবং মৃতের পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও উঠেছে নানা প্রশ্ন। কোথায় এ সবের জবাব! প্রশ্ন আরও আছে— এই রকম নৃশংস ঘটনায় যখন শাসক দলের এক নেতার বিশেষ হস্তক্ষেপের মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে, তখন গ্রেপ্তারের দু-দিনের মধ্যে অন্যতম প্রধান অভিযুক্তের এনকাউন্টার-হত্যা কি স্বাভবিক? এই হত্যা যে বহু সত্যকে চাপা দিয়ে দিল, সে কথা কি পুলিশ এবং সরকারি কর্তারা অস্বীকার করতে পারবেন? প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত ব্যক্তি আগে বলেছিলেন, তিনি মেয়েটিকে একজনের কাছে পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কার কাছে, কোন উদ্দেশ্যে মেয়েটিকে তিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে কোন চক্রের লোক? কয়েকজন পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁকে জেরা করার একটা ভিডিও সমাজমাধ্যমে এসেছে। তাতে তিনি যার নাম করছিলেন সেই লোকটি আসলে কে? এগুলি স্পষ্ট হওয়ার আর কোনও উপায় রইল না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ওই এলাকায় বিগত সরকারের আমল থেকেই চলা মেয়ে পাচার চক্র, মাদক চক্র ইত্যাদির মাথাদের ধরা ও তা নির্মূল করবার ইচ্ছা পুলিশের আদৌ কি আছে? মুখ্যমন্ত্রী দুই সপ্তাহের মধ্যে সব মদ-গাঁজার ঠেক ভেঙে দিতে পুলিশকে নির্দেশ দিলেও। কিন্তু যে প্রতিবাদী জনগণ ওই দিন এই চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তাদের দেশ বিরোধী বলছেন! এই আচরণ তো দেশবিরোধী।

এখন এনকাউন্টারকেই বিচার বলে দেখানোর চেষ্টা বিজেপি শাসনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বিষয়টা যথেষ্ট উদ্বেগের। এই রকম নৃশংস হত্যা ও এক নিষ্পাপ বালিকার ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের ঘটনায় জনমানসে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ জমা থাকে। সেই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে একজন দুজন অভিযুক্তকে বেশ বীরোচিত কায়দায় গুলি করে দিয়ে সরকার হাততালি

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি

বারুইপুরে বালিকা ধর্ষণ ও খুনে ধৃত প্রভাস মণ্ডলের 'এনকাউন্টার' হত্যা প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৮ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনায় প্রথম ধৃত প্রভাস মণ্ডলের গভীর রাতে 'এনকাউন্টার' হত্যা হেফাজত হত্যারই নামান্তর। এটা পুলিশের সার্বিক ব্যর্থতা, না কোনও সত্য গোপন করার অপচেষ্টা তা পরিষ্কার নয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করছি।

এ দিকে খুন-ধর্ষণ থেকে শুরু করে নানা অপরাধ ও গণবিক্ষোভে সরকারের তরফ থেকে একদিকে সাম্প্রদায়িক রঙ লাগানোর অপচেষ্টা হচ্ছে, অন্যদিকে পুলিশ ধৃতদের কখনও হাফপ্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় ঘোরাচ্ছে যা আইন ও মানবাধিকার বিরোধী। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধীদের আইন অনুযায়ী বিচার ও শাস্তি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষই চান। কিন্তু শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে বিরোধী নেতা ও ধৃতদের উপর পুলিশের সামনেই ডিম ছোঁড়া হচ্ছে এবং তা চলছেই। কিন্তু তাতে পুলিশি নিরাপত্তা মিলছে না। সম্প্রতি বারুইপুরের ঘটনায় বিরোধী নেতাদের নামে এফআইআর করা হচ্ছে যা বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বিরোধী আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছে বলেই সরকারের এই আচরণ। সরকারের এই সমগ্র পদক্ষেপের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।

গণদাবীর গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান সফল করুন

২৯ জুলাই ১৯৪৮ গণদাবীর প্রথম প্রকাশ। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাপ্তাহিক বাংলা মুখপত্র হিসাবে গত ৭৮ বছর ধরে গণদাবী তার সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে আসছে। শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে সমাজ জীবনের প্রতিটি বিষয়ে দলের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং পথনির্দেশ তুলে ধরেছে। বুর্জোয়া শ্রেণি এবং শোধনবাদীদের সমস্ত রকম আক্রমণ ও বিভ্রান্তির হাত থেকে মার্ক্সবাদকে রক্ষা করে তার বিপ্লবী প্রাণসত্তা অটুট রাখতে গণদাবী তার যোগ্য দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-শোষিত জনসাধারণের প্রতিটি গণআন্দোলনে গণদাবী পাশে থেকে তার বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়ে গণদাবী মার্ক্সবাদী চিন্তার ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণির যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। গণদাবীর পাঠক সংখ্যাও বেড়েছে।

বিপ্লবী বামপন্থার মুখপত্র

গণদাবী গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

২৩ - ২৯ জুলাই

******

গ্রাহক চাঁদা ঃ বার্ষিক ১৫০ টাকা

ডাক যোগে ঃ বার্ষিক ১৬৫ টাকা

গণদাবীকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দলের পক্ষ থেকে আগামী ২৩-২৯ জুলাই গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

—সম্পাদক, গণদাবী

বৈধ নাগরিকদের ভোটার তালিকাভুক্তির দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

নদিয়া ঃ অবিলম্বে সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম নথিভুক্ত করে তাদের নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করার দাবিতে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি কমিটির নেতৃত্বে ৭ জুলাই নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সদর মহকুমা দপ্তরে চারটি ব্লক থেকে প্রায় ৫ শতাধিক মানুষ মিছিল করে এসে বিক্ষোভ দেখান। পরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

তিনের পাতায় দেখুন

মহকুমা শাসক দফতরে বিক্ষোভ। কৃষ্ণনগর, ৭ জুলাই

অপরাধীকে আড়ালই লক্ষ্য

একের পাতার পর

কুড়োতে পারে। কিন্তু এই রকম অপরাধীদের গোটা চক্রকে ধরতে ও নির্মূল করতে চাইলে দরকার গভীরে তদন্ত করা। কিন্তু আজকের ভারতে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পুলিশের এখন আর আইন মানা, তদন্তের কষ্ট করবার দরকার পড়ছে না। আদালত নয়, পুলিশই এখন বিচারক! এতে একদিকে সরকারের সস্তায় হাততালি জোটানোর সুযোগ হয়। অন্য দিকে জনমানসে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি আস্থার বদলে পুলিশের প্রতি আতঙ্ক ও সরকারের ক্ষমতার সামনে মাথা নিচু করে থাকার পরিবেশ তৈরি করা যায়। বিচারব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলে প্রশাসনের হাতেই সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুবিধা হয়। যা মানুষকে দাবিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কাজ দেয়। যত দিন যাচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকারগুলো ন্যায় বিচারের ধারণাকে কার্যত নস্যাৎ করে দিচ্ছে। উঠে এসেছে এক মারাত্মক তথ্য, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এনকাউন্টারে হত্যা যেমন বাড়ছে, তেমনই হত্যার পর পুলিশ যে ডায়রিগুলি করেছে সেগুলি প্রায় প্রতিটিই অন্যটির একেবারে কপি পেস্ট (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুলাই.২০২৬)। এখন সারা দেশে সর্বত্রই নাকি আসামি পুলিশকে আক্রমণ করে পালিয়ে যেতে চায় এবং পুলিশ বাধ্য হয়ে গুলি চালায়!

আরও উদ্বেগের বিষয় হল মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পুরো প্রশাসন এবং সরকারি দলের মূল নিশানা এখন সূর্যপুরের ধর্ষক-খুনিরা নয়। তাঁদের বেশি মাথাব্যথা অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তায় নামা প্রতিবাদী জনতাকে শায়েস্তা করার দিকে। অথচ, ঘটনার দিন পুলিশের চরম গাফিলতির বিরুদ্ধে জনরোষ ফেটে না পড়লে পুলিশ যে কিছুই করত না, তা সে দিনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গণপিটুনিতে হত্যা অবশ্যই নিন্দনীয়। এই কাজে যারা জড়িত তাদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করাটাও জরুরি। কিন্তু ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার পর জনরোষ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা কী ছিল? ওই মৃত যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষিতা বালিকার পরিবার সহ এলাকার মানুষ সে দিন অভিযোগ তুলেছিল। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে কার্যত আগ্রহই দেখায়নি বলে অভিযোগ। সে দিনই জানা গিয়েছিল ফাঁড়ি থেকে অভিযুক্তদের টোটোয় চাপিয়ে নিয়ে গেছে এক বিজেপি নেতা। কোথায় ছিল পুলিশ? পরে বাধ্য হয়ে পুলিশ ধরপাকড়ে নেমেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এখন প্রতিবাদী মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে চাইছেন— কখনও তাদের 'অতৃপ্ত আত্মা' বলছেন, কখনও তাদের দেশবিরোধী বলছেন। বলছেন, নাম, পদবি দেখে নাকি ওই যুবককে পেটানো হয়েছে! অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন না, প্রতিবাদীদের ধরতে তাঁর পুলিশ যত তৎপর, তার কিছু শতাংশও ঘটনার দিন দেখা গেলে মেয়েটিকে জীবন্ত ফিরে পাওয়া যেত, গণপিটুনিতে কারও মৃত্যুও হতে পারত না। যে পুলিশি অপদার্থতা ঢাকতে পুলিশকে দিয়ে এনকাউন্টারের নাটক সাজিয়ে সরকারের মুখ রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন বিজেপি কর্তারা, ঠিক এই পুলিশি অপদার্থতাই ওই দিন সাধারণ মানুষের ন্যায্য বিক্ষোভকে নিরুপায় ক্ষোভে রূপান্তরিত করেছিল। তাঁরা রাস্তা ও রেল অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন দাবি আদায়ে। তাঁরা সোচ্চার না হলে মেয়েটির দেহটাও উদ্ধার হত কিনা সন্দেহ আছে। উল্লেখ্য, এত উত্তেজনার মধ্যেও কিন্তু সাধারণ মানুষ ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঐক্য বজায় রেখেছেন। গণপিটুনিতে যারা জড়িত আইন মেনে তাদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়ার জন্য পুলিশের যেটুকু দক্ষতা প্রয়োজন সেটুকু থাকার আশা নেই বলেই কি মুখ্যমন্ত্রীকে একদিকে গণহারে প্রতিবাদী সাধারণ মানুষকে দোষী বলতে হচ্ছে এবং বিচারের আগেই নিহত যুবককে নির্দোষ বলে দিতে হচ্ছে! যদিও সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, মেয়েটির বাবার এফআইআর-এও গণপিটুনিতে মৃত যুবকের নাম আছে। তা হলে, ধর্ষণ-খুনের থেকে মানুষের মূল দৃষ্টিটা অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়াই কি উদ্দেশ্য!

সূর্যপুর থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থীদের ওপর ডিম ছুঁড়তে বলেছেন। তিনি অবশ্য সাধারণত বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদমাধ্যমে ভেসে থাকতে সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর বামপন্থীদের ওপর রাগ হয়েছে কারণ, তারা সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে সরকারের দমন নীতি ও ও এনকাউন্টারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। তাঁর এই প্রকাশ্য হুমকি দলদাস পুলিশ নিশ্চিতভাবেই শুনতে পাবে না। এটা বাস্তব যে, বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রকৃত বামপন্থী আদর্শ এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা দেশে বাড়লে বিজেপির অন্ধ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে সমূহ সর্বনাশ। সে কারণে বিজেপির নেতা হিসাবে তাঁর বামপন্থী ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকারীদের ওপর রাগ থাকতেই পারে। আবার ভোটের সামান্য কিছুদিন আগে তৃণমূল ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ ওঠায় এখন হয়ত তাঁর বড় দায় দিল্লির কর্তাদের চোখে বড় বিজেপি হয়ে ওঠার। কিন্তু, একজন মন্ত্রী হিসাবে যখন তিনি এই রকম একটা হুমকি দেন এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ষকদের বদলে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের মারাত্মক রোষ দেখা যায়, বোঝা যায় বিজেপি সরকারের ভয়ের কারণ আসলে মানুষের প্রতিবাদী ভূমিকা।

মানুষ দেখছে, ভোটের আগে বিজেপি আর জি কর-এর বিচারের ফাইল খুলবে বললেও তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সিবিআই কার্যত কিছুই করছে না। যে কথা কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত বলেছে। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া বিজেপি নেতারা এখন 'ভাল তৃণমূল' বাছতে ব্যস্ত। এখনই নানা জায়গায় গুন্ডামি, দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপি সাধারণ মানুষের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে শুরু করেছে। মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ঢালাও প্রতিশ্রুতি বিজেপির পক্ষে ব্যুমেরাং হয়ে তাদের দলের মধ্যেই বিক্ষোভ বাড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে মাত্র দুটো মাস সরকারের গদিতে থেকেই বিজেপি নেতারা টের পাচ্ছেন তাঁদের সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভের আঁচ বাড়ছে। এতে বিজেপি শুধু নয়, আশঙ্কার মেঘ দেখতে শুরু করেছে দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিককুল। বিজেপির পিছনে শত শত কোটি টাকা তারা ঢেলেছে যাতে গদিতে বসে সমস্ত প্রতিবাদ-আন্দোলনকে বিজেপি নিঃশেষ করে দিতে পারে সেই আশায়। আবার দেখছে, ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার লোভে বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করা বামপন্থী নামধারীরাই বাংলার মাটিতে সব নয়। এই মাটিতে গভীর শিকড় গেড়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলন ও বামপন্থী আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যবাহী ধারা। যে সংগ্রামী বামপন্থার শক্তি এই রাজ্যে আর জি কর আন্দোলনে অভূতপূর্ব জনজাগরণে সাহায্য করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সরকারের কর্পোরেটমুখী নীতিকে বহু ক্ষেত্রে প্রতিহত করতে পেরেছে। বিজেপি নেতারা বারুইপুরে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের মধ্যে রাজ্য জুড়ে সংগঠিত আন্দোলনের সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বলেই কি এত হুমকি, এত কড়া কড়া বিবৃতি দিচ্ছেন! কিন্তু বারুইপুরের ১১ বছরের মেয়ে যদি প্রকৃত বিচার না পায় জনগণ কিন্তু আন্দোলন করেই তা আদায় করার পথে এগিয়ে যাবে।

আর জি কর নিয়েও শুধু মুখ রক্ষার বিবৃতিতেই বিজেপি সরকার ছাড় পাবে না, বিচার তাদের দিতেই হবে। এটা বিজেপি সরকারের কর্তারা জেনে রাখলে ভাল করবেন।

ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ীদের খড়গপুর ডিআরএম অফিস অভিযান

রেল দপ্তর রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোলাঘাট ফুলবাজার বেসরকারিকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এর প্রতিবাদে এবং মেঝে-শেড-পানীয় জল-শৌচাগার-পর্যাপ্ত আলো সহ সমস্ত রকম পরিষেবাযুক্ত 'ফুলের হাব' নির্মাণের দাবিতে কোলাঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতির আহ্বানে ২৫ জুন বাজারের ৫ শতাধিক ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী খড়গপুর স্টেশন থেকে ডিআরএম অফিস পর্যন্ত মিছিল করেন। দফতরের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন পরিচালন সমিতির উপদেষ্টা তথা সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও সভাপতি দেবব্রত কোলে, কার্যকরী সভাপতি অনিল প্রামাণিক, যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ প্রামাণিক প্রমুখ। সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কনফেডারেশন অফ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সম্পাদক চন্দন রায়, খড়গপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী সুরঞ্জন মহাপাত্র।

পরে এক প্রতিনিধি দল ডিআরএমকে ৬ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেন।

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গের অধীনস্থ বিভীষণপুর পরীক্ষা পরিচালন কমিটি ২০২৫ সালে চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ১৯৩ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দিল ৫ জুলাই, বিভীষণপুর হাইস্কুলে। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনেক অভিভাবকও অংশ নেন। আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি সেখ ওয়েদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ বিকাশ চন্দ্র পাল, প্রধান শিক্ষক স্বপন মণ্ডল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মৃগেন্দ্র নাথ বর্মণ, প্রাক্তন অধ্যাপক বিমলেন্দু শেখর মান্না, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষে গৌরীশঙ্কর দাস, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী নির্মল কুমার দাস প্রমুখ। কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্মারক পুস্তক তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

পরিচারিকাদের সাংগঠনিক সভা

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে ৭ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছেদায় রোকেয়া হলে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় (ছবি)। সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক জয়শ্রী চক্রবর্তী ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন অর্চনা বেরা, অঞ্জলি মান্না, রমা দাস প্রমুখ।

আগামী ৬ অক্টোবর পরিচারিকাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। শেষে এআইইউটিইউসি রাজ্য সহ-সভাপতি নন্দ পাত্র সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

৯ জুলাই সমিতির পক্ষ থেকে বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার পরিচারিকাদের নিয়ে এক সভায় সমিতির যুগ্ম সম্পাদক জয়শ্রী চক্রবর্তী ও শোভা মাহাত ছাড়াও বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মী সরকার, শিবানী বাউরি এবং নন্দ পাত্র। ১১ জুলাই উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও কলকাতা জেলার পরিচারিকাদের সাংগঠনিক সভা হয় বারাসতের ভাটরা পল্লিতে। এখানে বক্তব্য রাখেন জয়শ্রী চক্রবর্তী, শিখা দাস, তনুশ্রী শাসমল ও কঙ্কাবতী হালদার।

‘গণমুক্তি সংকল্প দিবস’

শিবদাস ঘোষ

গত বিশ বছর ধরে আমরা পার্টির তরফ থেকে স্বাধীনতা দিবসকে ‘গণমুক্তি সংকল্প দিবস’ হিসাবে পালন করে আসছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীনতা দিবসকে আমরা কেন ‘গণমুক্তি সংকল্প দিবস’ হিসাবে পালন করছি।

স্বাধীনতা দেশে আসেনি— এ কথা আমরা বলতে চাইছি না, বা আমরা তা বিশ্বাসও করি না। আমরা মনে করি, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার ত্রুটিবিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা, দেশের শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতি আনুগত্য ও নমনীয় মনোভাব, তাদের সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা নীতি, সামন্ততন্ত্রের সাথে আপসমুখী মনোভাব ও সর্বোপরি দেশের শাসনব্যবস্থাকে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালনা— এ সব সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে।

তবে আমরা স্বাধীনতা দিবস একটা উৎসব হিসাবে উদযাপন না করে গণমুক্তি সংকল্প দিবস হিসাবে কেন উদযাপন করছি? তার কারণ, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অন্যতম লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে ছিল স্বাধীনতা লাভ ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন। সেই উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য বর্তমান স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের বুকের উপর চেপে বসেছে তার দ্বারা পরিপূরিত তো হয়ইনি, উপরন্তু জনসাধারণের সে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার পথে তা আজ একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই বাধা হটাতে না পারলে শোষণ থেকে জনসাধারণের মুক্তি অসম্ভব।

আমরা যখন বলি, ভারতবর্ষের সমাজ শ্রেণিবিভক্ত সমাজ, অনেকে মনে করতে পারেন যে, এটা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের একটা বলবার ফ্যাশন বা নিজেদের একটা কথা। ভারতবর্ষের সমাজ যে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় সমাজ নয় বা একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি নয়, এটা যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ, তা মার্ক্সবাদীদের একটা বানানো কথা নয়। ভারতবর্ষের খেটে খাওয়া মানুষ, সাধারণ মানুষ যাঁরা একেবারে নিচু তলার লোক, যাঁরা কায়িক শ্রম করেন, তাঁদের থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়— এঁরা সবাই একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণি। তাঁরা দেশের সম্পদের মালিক নন, দেশের সম্পত্তি যা গড়ে উঠছে বা উৎপাদন যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে দেশের সম্পদ গড়ে ওঠে, তার মালিকানা তাঁদের হাতে নেই। এঁরা শুধু নিজেদের পরিশ্রম বিক্রি করছেন, সেই পরিশ্রম কাজে লাগছে উৎপাদনের, তার দ্বারা দেশের উৎপাদন হচ্ছে, মালিকশ্রেণির হাতে মুনাফার পাহাড় জমা হচ্ছে, আর কোনও মতে এঁরা নিজেদের পেট পূরণ করছেন। আর এক দল হচ্ছে— যারা দেশের উৎপাদন যন্ত্রের মালিক, কলকারখানার মালিক, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক এবং তাদের এই ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা চালাবার অধিকার, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের ওপর ভিত্তি করে যে উৎপাদন ব্যবস্থা তার মালিকানা ও কর্তৃত্বের অধিকার বজায় রাখবার জন্যই এ দেশে পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থের পরিপূরক ‘সোস্যাল সেন্স অব জাস্টিস’-এর (সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার) উপর ভিত্তি করেই ‘ল অ্যান্ড অর্ডার’ বা আইন-শৃঙ্খলার কাঠামোটি এ দেশে গড়ে উঠেছে।

এ দেশে এই যে বিভাজন— শহরে শ্রম বিক্রি করে যারা দিন চালান তারা আর মালিকশ্রেণি, গ্রামে চাষি আর জোতদার শ্রেণি বা ধনী চাষি— এই বিভক্তি কোনও মতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। এ আমরা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা সৃষ্টি করিনি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এর সৃষ্টি হয়েছে। আজকের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা ও তাদের দালাল চিন্তাবিদরা তাদের কোনও মনগড়া যুক্তির দ্বারা এ সত্যকে উড়িয়ে দিতে পারে না। কারণ ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানা উচিত যে, শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের স্রষ্টা মার্ক্স নন, রেনেসাঁসের যুগে বুর্জোয়ারাই এই তত্ত্বের জন্মদাতা। মার্ক্স শুধু শ্রেণিসংগ্রামের ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও শ্রেণিসংগ্রামের ‘কালমিনেশন’ (অবশ্যম্ভাবী পরিণতি) হিসাবে ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ তত্ত্বের জন্মদাতা।

তাই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিতের কাছে ‘স্বাধীনতা’ কথাটার মানেও আলাদা, ‘দেশের স্বার্থ’ কথাটার মানেও আলাদা। এ কথাকে যারা অস্বীকার করতে চায় এবং জনসাধারণের কাছে সত্য চেপে যারা ‘জাতীয় স্বার্থ’, ‘স্বাধীনতা’র নামে গোটা দেশের স্বার্থের একটা সাধারণ ব্যাখ্যা দেয়, তারা আমার ভাষায় হয় কিছু জানে না, না হয় জেনেশুনে জোচ্চুরি করছে। জেনেশুনে মানুষকে ঠকাচ্ছে। তাদের এ সোজা সত্য কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে, আমাদের দেশে আজ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের একদিকে মালিকশ্রেণি, আর একদিকে শ্রমিক শ্রেণি-খেটেখাওয়া-বেকার জনসাধারণ — চাষি, মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীরা। তোমরা দেশের স্বার্থ বলতে কাদের স্বার্থ বোঝাতে চাইছ?

আইন-শৃঙ্খলা দেশের স্বার্থের জন্য দরকার। যদি এই বিরাট জনতাকে বাদ দিয়ে দেশের স্বার্থ হয়, তা হলে তা গিয়ে দাঁড়ায়, হয় খানিকটা জলমাটি, না হয় এই মালিক শ্রেণির স্বার্থ। সে দেশের স্বার্থের সাথে জনসাধারণের সম্পর্ক কী? আর ‘দেশ’ বলতে যদি এই বিরাট জনসমুদ্রকে বোঝায়— তা হলে দেশের স্বার্থে ‘ল অ্যান্ড অর্ডার’ জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে না, জনগণকে ঠকাতে পারে না, জনগণকে পেটাতে পারে না, জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করতে পারে না, মালিকের স্বার্থরক্ষাকে দেশের স্বার্থ বলতে পারে না, মালিকের আবদার রক্ষা করার নাম দেশের আইনকানুন রক্ষা করা বলতে পারে না। ‘দেশ’ মানে তো মালিক নয়! অথচ ‘আইন’ ‘আইন’ করে যারা চিৎকার করছেন তাঁদের বক্তব্যগুলো বিচার করলে শেষপর্যন্ত গিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, দেশের নামে নির্লজ্জ ভাবে মালিক শ্রেণির স্বার্থের ওকালতি।

১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা

১৫ই আগস্ট ’৬৭ কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সভায় প্রদত্ত ভাষণ

ভোটার তালিকাভুক্তির দাবি

একের পাতার পর

দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভায় ১৪ জুলাই কলকাতার মহামিছিলে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন প্রবীর দে, বিশিষ্ট আইনজীবী মোজাম্মেল হোসেন মণ্ডল, মহিউদ্দিন মণ্ডল, কামালউদ্দিন শেখ, মধুমিতা কুণ্ডু ও সুমিতা বিশ্বাস।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বৈধ ভোটারের নাম অবিলম্বে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ১নং ব্লকে ৭ জুলাই বিক্ষোভ দেখাল (ছবি) ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির ভগবানপুর শাখা। এ দিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন অজিত ভুঁইয়া, গোপাল চন্দ্র পাত্র, বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী প্রমুখ।

ঝাড়গ্রাম ঃ ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে ৮ জুলাই জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা এসআইআরে বাদ পড়া বৈধ নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক সামাজিক আন্দোলনের কর্মী সহ শতাধিক মানুষের মিছিল শহর পরিক্রমা করে এসডিও অফিসে ডেপুটেশন দেন। তাঁদের দাবি— ভোটাধিকার সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও পরিষেবা সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ট্রাইবুনালের বিচার শেষ করে সমস্ত বৈধ নাগরিকের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ঝাড়গ্রাম জেলা ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির আহ্বায়ক বাপি মির্জা ও তপন সিট। পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধিদল এসডিও দফতরে ডেপুটেশন জমা দেন।

চুঁচুড়া ঃ এসআইআর-এ বাদ দেওয়া ভোটারদের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে, চূড়ান্ত বিচার সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ট্রাইবুনালে আপিলভুক্ত নাগরিকদের নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, সমস্ত বৈধ ভোটারকে অবিলম্বে ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করতে হবে ইত্যাদি দাবিতে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির হুগলি জেলা শাখার নেতৃত্বে ১০ জুলাই জেলাশাসক দফতরে বিক্ষোভ দেখান ভুক্তভোগী মানুষ। পরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এ দিন তোলা ফটক থেকে শুরু হয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে পৌঁছালে সেখানে সভা হয়।

বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা ভোটাধিকার সুরক্ষা সমিতির সদস্য অজয় বাইন। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সমিতির হুগলি জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক পবন মজুমদার ও ভাস্কর ঘোষ।

রথযাত্রা কমিটি ও তারকেশ্বর ধামকে সরকারি অর্থসাহায্যের তীব্র বিরোধিতা এসইউসিআই(সি)-র

রথযাত্রা কমিটি ও তারকেশ্বর ধামকে অর্থসাহায্য দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

বিগত সরকারের দুর্গাপূজা কমিটিগুলিকে অর্থ-সাহায্যের মতো ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে ও তারকেশ্বর ধামকে ১৫ কোটি টাকা অর্থসাহায্য দেওয়ার যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করেছেন আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। সাহায্যের নামে দেওয়া এই টাকা স্কুল বা হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যেত। কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকার এইভাবে বিশেষ একটি ধর্মের জন্য জনগণের করের টাকার অপব্যয় করতে পারে না। আমরা অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করছি।

পাঁশকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

জনস্বার্থবিরোধী স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করতে, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির ষড়যন্ত্র রুখতে ও পাঁশকুড়া সাপ্লাই এলাকায় ভয়াবহ লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজের সমস্যা সমাধানের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-এর পাঁশকুড়া জোনাল কমিটির আহ্বানে ২ জুলাই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক পাঁশকুড়া কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের সামনে প্রতীকী স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরে স্টেশন ম্যানেজারকে ৮ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্টেশন ম্যানেজার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সেগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। প্রতীকী স্মার্ট মিটারে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের প্রবীণ নেতা অসিত রায়। পাঁশকুড়া বাজারে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়।

স্মার্ট মিটার বসিয়ে হয়রানির শিকার গ্রাহকরা

বিক্ষোভ ত্রিপুরায়

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ পরিষেবার মান দিন দিন নিচের দিকে নামছে। গ্রাহকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। বার বার সার্ভার ডাউন হওয়ার ফলে গ্রাহকরা রিচার্জ করতে পারছেন না। ফলে এই তীব্র গরমে গ্রাহকরা বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় নাজেহাল হচ্ছেন। বহু পরিবারে শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

অন্য দিকে প্রিপেড স্মার্ট মিটারে বহু ক্ষেত্রে টাকা অনুসারে বিদ্যুতের পরিমাণ (ওয়াট) অনেক কম পাওয়া যাচ্ছে বলে গ্রাহকদের অভিযোগ আসছে। পোস্ট পেড স্মার্ট মিটারেও অস্বাভাবিক বিল আসছে। ঠিক সময়ে বিল দিলেও রিবেট পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে গ্রাহকরা স্মার্ট মিটার নিয়ে যন্ত্রণায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। তা ছাড়া ঘন ঘন পাওয়ার কাট, লোডশেডিং, লো ভোল্টেজের সমস্যা তো আছেই।

এ দিকে আগাম ঘোষণা ছাড়াই বিদ্যুৎ মাশুল সহ অস্বাভাবিক হারে ফিক্সড চার্জ, ফুয়েল চার্জ, ডিউটি চার্জ ইত্যাদি বাড়ানো হয়েছে। এ সবের প্রতিবাদে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিইসিএ)-এর উদ্যোগে ৭ জুলাই বিদ্যুৎ দফতরের সামনে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহ্বায়ক সঞ্জয় চৌধুরী।

মহিলাদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ঝাড়গ্রামে এআইএমএসএস সম্মেলন

এআইএমএসএস-এর প্রথম ঝাড়গ্রাম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৫ জুলাই আইএমএ হলে। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড অর্চনা বেরা। মূল প্রস্তাবের উপরে আলোচনা করেন প্রাক্তন শিক্ষিকা গৌরী মজুমদার ও সন্তোষী দাস। মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করা, নারীর মর্যাদা রক্ষা, শিক্ষার সর্বস্তরে পাশ-ফেল চালু, লটারির নামে জুয়া ও প্রিপেড স্মার্ট মিটার বন্ধ করা সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন জেলার আটটি ব্লক থেকে আসা তিন শতাধিক প্রতিনিধি। একটি মহিলা মিছিল শহর পরিক্রমা করে (ছবি)। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডঃ মহুয়া নন্দ। কমরেড জ্যোৎস্না পাত্রকে সভানেত্রী ও কমরেড নীতিকণা মাইতিকে সম্পাদিকা করে ৩৬ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বাঁকুড়ায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রাম ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি তাঁর সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। এর প্রতিবাদে ৯ জুলাই বাঁকুড়ায় সোনামুখী স্টেশন সংলগ্ন নেতাজি নগরে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন এই মহান নেতার স্পর্শধন্য শহরের প্রবীণ নাগরিক প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার। অধ্যাপক শচীন কুমার সহ উপস্থিত আরও অনেকে মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এবং এই মহান মানুষটির জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে এগিয়ে এসেছিলেন এলাকার চাষি-মজুররাও।

ডায়মন্ডহারবারে রাজনৈতিক ক্লাস

দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে 'মার্ক্সবাদ কেন চাই' শীর্ষক একটি রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাধাকান্তপুরে ৬-৭ জুলাই। আটেশ্বরতলায় শহিদ কমরেড মাধাই হালদার স্মারক বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে ক্লাস শুরু হয়। জেলার নানা প্রান্ত থেকে উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক প্রতিনিধি। ক্লাস পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য (ডানদিকের ছবি)। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের মূল্যবান আলোচনা 'মার্ক্সবাদ কেন চাই' বইটি ব্যক্তিগত ও যৌথ পাঠের মধ্য দিয়ে উঠে আসা প্রশ্নগুলি নিয়ে পরিচালক সহজ ভাষায় আলোচনা করেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ক্লাসের কাজ শেষ হয়।

শালিমারে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন

'আমার জল চাই না, বিষ দাও। সবাই মিলে শেষ হয়ে যাই।' শালিমারে নিজের বাঁশের বেড়া ঘেরা ভাতের হোটেল বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করতে দেখে, বুক চাপড়ে বলছিলেন সাবিত্রী দেবী। এই হোটেলের সামান্য উপার্জন থেকেই পঙ্গু স্বামী ও দুই মেয়ের জীবন কোনওরকমে কাটত। শুধু তিনি নন, আরও অনেক মানুষ, যাঁরা ছোট দোকান চালিয়ে কোনও রকমে সংসার চালাতেন তাঁরাও পথে বসলেন। হাওড়ার শালিমার স্টেশনের বাইরে দোকানদার ও বস্তিবাসীর উপর ৩০ জুন সকালে বিজেপি সরকারের পুলিশ বুলডোজার অভিযান শুরু করে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় শতাধিক দোকান। পরের দিন ১৫০-এরও বেশি ঝুপড়ি সহ গরিব মানুষের মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাঁইও ধুলোয় মেশে।

কয়েকদিন আগে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নামে শালিমার এলাকায় উচ্ছেদের নোটিশ পড়ে। দোকানদারদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন শুরু করে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন। তার পরেই ২৬ জুন ইউনিয়নের সম্পাদক শান্তি ঘোষ সহ জেলা নেতৃবৃন্দ দোকানদার ও বস্তিবাসীদের নিয়ে মিছিল করেন। পুনর্বাসন না দিয়ে কোনও ভাবে উচ্ছেদ করা চলবে না— এই দাবিতে ২২ ও ২৬ জুন শালিমার স্টেশন এরিয়া ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন, ২৯ জুন কলকাতা হাইকোর্টে পিটিশন ফাইল করা হয়। ৩০ তারিখ তার শুনানি ছিল। কিন্তু তার আগেই রেল ও রাজ্য পুলিশ অসহায় গরিব দোকানদারদের ও বস্তিবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুলডোজারের সামনে আন্দোলনকারীরা এগিয়ে এলে তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। আহত হন আন্দোলনকারী দোকানদার, মহিলা, ছাত্রী ও আন্দোলনের অন্যতম নেতা এস ইউ সি আই (সি)-র হাওড়া জেলা কমিটির সদস্য উৎপল দাস অধিকারী।

উচ্ছেদ অভিযানের পরেও দোকানদার, বস্তিবাসী এবং এলাকার মানুষ পুনর্বাসনের দাবিতে সোচ্চার হন ও আগামী দিনে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন।

নাবালিকা ধর্ষণ ঃ কঠোর শাস্তির দাবি জামালদহে

কোচবিহার জেলার জামালদহে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে এক দুষ্কৃতী। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে ২ জুলাই জামালদহ বাজারে প্রতিবাদ এবং ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করে এসইউসিআই(সি)। উপস্থিত ছিলেন দলের চ্যাংড়াবান্ধা লোকাল কমিটির সদস্য জগদীশ অধিকারী, রঞ্জিত কুমার রায়, কবিতা রায় প্রমুখ। দলের মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্য রঞ্জিত কুমার রায় বলেন, আমরা ব্যথিত এবং ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। এমন নৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয় রুখতে অবিলম্বে মদ এবং মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তিনি। মেখলিগঞ্জ শহরেও ধিক্কার মিছিল হয় এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে।

কর্মীদের মনে গভীর ছাপ রেখেছেন কমরেড রবীন সমাজপতি

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য, ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক রবীন সমাজপতি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে গত ২৬ জুন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ৩ জুলাই, হাওড়ার শরৎ সদনে। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর সেই বক্তব্য আমরা এখানে প্রকাশ করলাম।

কমরেড সভাপতি, কমরেডস

কমরেড রবীন সমাজপতির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, তাঁর স্মরণসভায় কিছু বলা, আমার কাছে খুবই কষ্টদায়ক, খুবই বেদনাদায়ক। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনার প্রথম দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, আমার সাথে তাঁর সম্পর্কের একটা গভীরতা, খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবুও আমাকেই তো বলতে হবে, যতই কষ্টকর হোক।

আপনারা জানেন, আমরা যখন কোনও কমরেডের স্মরণসভা করি, তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করি, এটা আমাদের কাছে একটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়। যিনি প্রয়াত, তাঁর আমাদের কাছ থেকে আজ আর নেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমরা যারা এখনও জীবিত, তাদের নেওয়ার আছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে তাঁর বিপ্লবী জীবন থেকে আমরা কী কী শিখতে পারি, এটাই স্মরণসভার মূল উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র। আমাদের মধ্যে যতটুকু বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা, ক্ষমতা, দক্ষতা আছে— সবটাই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে আমরা কে কতটা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছি, উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং আমাদের জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পেরেছি, তার উপরেই নির্ভর করে। কারণ আমরা যে সমাজে বাস করি, যে পরিবেশে আমরা লালিত পালিত হই, সেটা সর্বহারা বিপ্লবী হয়ে গড়ে ওঠার পরিবেশ নয়। পারিবারিক প্রয়োজন, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ভাল লাগা-মন্দ লাগা, চাওয়া-পাওয়া এই নিয়ে আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। কোনও মহান নেতার সংস্পর্শে এলে, বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এলে, তাঁর শিক্ষায় আমরা কতটা সংগ্রাম করতে পারি, সেই শিক্ষা কতটা গ্রহণ করতে পারি, তার উপরেই নির্ভর করে আমরা কে কতটা বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে পারি। ফলে এই সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক যা শিক্ষা দিচ্ছেন, সেই শিক্ষা নিয়ে আমি নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য কত বিরামহীন সংগ্রাম করতে পারি, আপসহীন সংগ্রাম করতে পারি, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কতটা সংগ্রাম করতে পারি, তার ওপরেই নির্ভর করে কে কতটা যোগ্যতা-ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। এই লড়াই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলে। এখানে কারও কখনও অগ্রগতি থাকে, কখনও থমকে যাওয়া থাকে, কখনও কিছুটা পিছু হঠা থাকে, আবার তা সামাল দিয়ে অগ্রগতি থাকে। কমরেড রবীন সমাজপতির ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি, তাঁর সংগ্রাম ক্রমাগত অগ্রগতির সংগ্রাম। আবার তাঁর কোনও ত্রুটি ছিল না, এটা আমি বলতে পারি না। ত্রুটি-সীমাবদ্ধতা সকলেরই কিছু না কিছু থাকে, বড় মানুষদেরও থাকে— কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সীমাবদ্ধতাকে কতটা আমি অতিক্রম করতে পারছি, কতটা পেছনে ফেলে এগোতে পারছি তার উপরেই নির্ভর করে অগ্রগতি কতটা ঘটতে থাকবে। কমরেড রবীন সমাজপতির ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি, যখনই কোনও বিষয়ে, এমনকি খুবই কঠিন বিষয়ে দলের কাছ থেকে যুক্তি দিয়ে বুঝেছেন, তারপর নির্দ্বিধায় নিজেকে পরিবর্তনের জন্য আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। সংগ্রামের পথে কখনও ভুল হয়েছে, কখনও ব্যর্থ হয়েছেন, নির্দ্বিধায় নেতাদের কাছে সবকিছু ব্যক্ত করেছেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু শ্রদ্ধার্ঘ্যের মধ্যে এসেছে, সভাপতি কমরেড স্বপন চ্যাটার্জীও কিছু কিছু ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমার নিজের উপলব্ধি যা, তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে, ঝাড়খন্ডে, তাঁদের থেকেও যা কিছু জেনেছি এবং আমার উপলব্ধির সাথে যেগুলোর সামঞ্জস্য আছে, সেগুলো কিছু কিছু আমি আপনাদের কাছে রাখব।

ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ১২ জুলাই কমরেড রবীন সমাজপতি স্মরণে সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং

যে সময় কমরেড রবীন সমাজপতি দলের সাথে যুক্ত হন, একই সময়ে এবং একই সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীও যুক্ত হন। এঁরা দুজনেই কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, পরে দলের কমরেড হন। তাঁদের যুক্ত হওয়ার সময়কালীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তখনও প্রতিষ্ঠিত আছে, চীনে তখনও মহান মাও সে তুং সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন, ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম সাফল্যের পথে, সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পিছু হঠছে। ভারতবর্ষে কেন্দ্রে এবং বহু রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায়। জনসংঘ, যা এখন বিজেপি বলে পরিচিত, তার শক্তি তখন খুবই কম ছিল। ভারতবর্ষে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে, কমিউনিজমের প্রতি আবেগ, মার্ক্সবাদের প্রতি আবেগ কাজ করত। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার ছিল। এই সময়েই কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী, কমরেড রবীন সমাজপতি আলোচনা করেন একটা কমিউনিস্টপার্টিতে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমাদের পার্টি তখন আজকের মতো এতটা পরিচিত ছিল না। আমাদের ছাত্র সংগঠন ডিএসও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই সময়ে ঐক্যবদ্ধসিপিআই-এর এআইএসএফ, কিছুদিন পর সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই খুবই শক্তিশালী ছিল সারা রাজ্য জুড়ে। এই অবস্থাতেই ১৯৫৬ সালে আমরা আশুতোষ কলেজে ইউনিয়নে জয় লাভ করি, ১৯৫৮ সালে যোগমায়া দেবী কলেজ ইউনিয়ন দখল করি। এইভাবে দক্ষিণ কলকাতার অনেক কলেজের ছাত্রসংসদে আমাদের ছাত্র সংগঠন জয়ী হয়। এই সময় যারা ডিএসও-র সাথে যুক্ত হচ্ছেন, তাঁরা কেউই পার্টি পরিবার থেকে আসেননি, আসার প্রশ্নও তখন ছিল না। চারুচন্দ্র কলেজে আমাদের ইউনিয়ন তখন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই সময় ওখানে সংগঠন করছিলেন কমরেড মুকুন্দ ঘোষ, তিনি ১৯৬৯ সালে কমরেড রবীন সমাজপতি এবং কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। আমি তাঁদের সাথে কিছু আলোচনা করি, এই ভাবে তাঁরা ধীরে ধীরে ডিএসওতে যুক্ত হন। কিছু দিন পর কমরেড রবীন সমাজপতিকে আমি পার্টি অফিসে নিয়ে আসি। তখন আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ জীবিত। প্রতিদিন বিকেলবেলা তিনি পার্টি অফিসে আসতেন। অফিসের বড় ঘরে দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে বহু মূল্যবান আলোচনা করতেন। কমরেড রবীনকে প্রথম দিন যখন অফিসে নিয়ে আসি, এই আলোচনায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তারপর কমরেড রবীন এই আলোচনার আকর্ষণে প্রায়ই অফিসে আসতেন, বিভিন্ন বিষয় জানবার আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করতেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। এই সময় থেকেই তাঁর চরিত্রে একটা রূপান্তর ঘটতে থাকে। আমি তখনও ছাত্রফ্রন্টের দায়িত্বে আছি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী ছাত্র কর্মীদের শুধু কাজকর্ম দেখাশোনাই নয়, ব্যক্তিগত নানা সমস্যা নিয়েও আলোচনা করি, তাদের গড়ে উঠতে সাহায্য করি। কমরেড রবীনের সাথে দিনের পর দিন তত্ত্বগত প্রশ্নে, সাংগঠনিক সমস্যা প্রসঙ্গে কত আলোচনা হয়েছে। তাঁর জানার, বোঝার, শেখার আগ্রহ ছিল প্রবল। সিনিয়র-জুনিয়র সকলের সমালোচনা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারতেন। কেউ ভুল সমালোচনা করলেও পাল্টা প্রতিক্রিয়া বা ক্ষোভ ব্যক্ত করতেন না। 'সবসময় অপরের গুণ দেখবে, নিজের ত্রুটি দেখবে'— কমরেড শিবদাস ঘোষের এই মূল্যবান শিক্ষা তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হত। সিনিয়ররা কেউ অন্যায় ভাবে সমালোচনা করেছেন, দুর্ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই নিয়ে কোনও দিন অভিযোগ জানাননি। খবর পেয়ে হয়তো জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তরে বলেছেন, 'ছেড়ে দিন, ওটা এমন কিছু নয়'। এই ভাবে নিতে পারা সহজ কথা নয়। একবার তাঁর একজন সিনিয়র নেতার স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতাজনিত আচরণ নিয়ে কমরেড রবীন ও কমরেড চিররঞ্জন আমাদের সাথে বৈঠক করেন। কমরেড রবীন ওই নেতার আচরণ এমন ভাবে উপস্থিত করেন যেন এটা তাঁরই ত্রুটি। এটা বিস্মিত করে আমাদের।

আপনারা শুনেছেন, তিনি দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছিলেন। পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল ছিলেন কমরেড রবীন। পরিবারের সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাঁর পিতা অসুস্থ, ঘরে ছোট ভাইবোন। তাঁর কাকা এসেছিলেন চাকরির প্রস্তাব নিয়ে। কমরেড রবীন নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি চাকরি করবেন না। কমরেড চিররঞ্জনকে বলেছেন, 'আমার বাবা মারা যাবে দেখতে হবে, ভাই বোনদের অভুক্ত দেখতে হবে। তা সত্ত্বেও আমি চাকরি করব না। আমি বিপ্লবী রাজনীতির পথটাকেই গ্রহণ করলাম।' এটা কিন্তু আমাদের কারও সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয়নি। এই সিদ্ধান্ত একান্তই তাঁর নিজের। এই কথাগুলো আমি বলছি কারণ, এই হাউসে পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা যেহেতু আছেন, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের কিছু কমরেডও এসেছেন। এ রকম সময় বহু কমরেডের জীবনে আসে, কী করবে ঠিক করতে হয়। কিন্তু এটা ঠিক করতে কমরেড রবীনের এক মুহূর্ত লাগেনি, কোনও নেতার সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজনও হয়নি, নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটা অত্যন্ত দরিদ্র, উপায়হীন পরিবারকে পেছনে রেখে এসে বিপ্লবী আন্দোলনকে গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কমরেডদের মধ্যে যারা ৯৪-৯৫ সালের পরে পার্টিতে এসেছেন, তাঁদের কমরেড রবীন সমাজপতিকে চেনা ও বোঝার সুযোগ হয়নি। তিনি তখন রাজ্যের বাইরে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর ভূমিকা মূলত ছাত্র আন্দোলনেই। তাঁর সাথে যাঁরা সেই সময় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে দলের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী এখানে উপস্থিত। এঁরা তাঁর ইমিডিয়েট জুনিয়র। এঁদের মধ্যেও কমরেড রবীন গভীর ছাপ রেখে গেছেন। তিনি যখন কলকাতা জেলা ডিএসও-র সভাপতি ছিলেন, তখন সম্পাদক যিনি ছিলেন, তিনি এখন দলের বিরোধী। তাঁর আচার-

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিপ্লবী জীবন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছিলেন

পাঁচের পাতার পর

আচরণ ছিল ব্যুরোক্রেটিক, জুনিয়রদের ধমকাধমকি করতেন। তিনি কমরেড রবীন সমাজপতিরও সিনিয়র ছিলেন। তাঁর আচরণে আহত জুনিয়র কমরেডরা কমরেড রবীন সমাজপতির আলাপ আলোচনায়, ব্যবহারে একটা স্বস্তি পেত, ভরসা পেত। তারা বলেছে যে, আমরা মন খুলে কথা বলতে পারতাম। এ কথাও তারা তখন উপলব্ধি করেছে যে, জুনিয়ররা যাতে ক্রমাগত এগিয়ে যায়, তার জন্য কমরেড রবীন সমাজপতি পিছন থেকে সবসময়ই সাহায্য করতেন। এটা বিহার, ঝাড়খণ্ডের কমরেডরাও প্রত্যক্ষ করেছেন যে, শুধু মিটিংয়ে বক্তৃতা নয়, আচার-ব্যবহারের মধ্যেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল যে, জুনিয়ররা বড় হোক, আমি পিছনে থাকি, তাদের সাহায্য করি। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেছেন যে, তাঁর চেহারা-ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে আলাদা করে কোনও আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু যখনই কোনও বিষয়ে আলোচনা করতেন, একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করতে পারতাম। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরাই তখন তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, এ কথা তাঁরা অনেকেই ব্যক্ত করেছেন। আলোচনা অনেকেই করে, বক্তৃতা অনেকেই দেয়, বক্তৃতার মধ্যে অনেকেরই যুক্তি থাকে। কিন্তু কমরেড রবীন কোনও ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন বা মিটিংয়ে বক্তব্য রাখছেন বা গ্রুপে কথা বলছেন, তার মধ্যে প্রাণ থাকত, সেই আলোচনা প্রাণবন্ত হত। শ্রোতার প্রাণকে তাঁর বক্তৃতা স্পর্শ করত, তাদের বিবেক জাগাত। এই বিরল ক্ষমতা তাঁর ছিল। যেহেতু কথাগুলো তাঁর অন্তরের থেকে আসত, ফলে তার প্রভাব পড়ত।

১৯৭৬ সালে পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় মহান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন হবে। তখন জরুরি অবস্থা চলছে, সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করে ছয়টি মূল্যবান আলোচনা করেন। এর আগে বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র যে একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, বস্তুবাদী দার্শনিক, নিরীশ্বরবাদী এবং তিনি যে বিশ্বসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, এই ধারণা কারও ছিল না। বরং তাঁর সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা সিপিআই, সিপিএম প্রচার করত। কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করেছিলেন এবং ১৯৭৬ সালে তার ভিত্তিতে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন হয়। এই উদযাপন কমিটির সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক বনফুল, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমরেড মানিক মুখার্জী। কমরেড মানিক মুখার্জীকে সাহায্য করার জন্য একটি কমিটি হয়, এই কমিটিতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন কমরেড রবীন সমাজপতি, গোটা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় উদযাপনে এবং কলকাতায় কেন্দ্রীয় উদযাপনেও। এই সময় কমরেড রবীন সমাজপতি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বহন করে নিয়ে যান পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নানা সভায়, আলোচনায়। তা খুবই প্রভাব বিস্তার করে।

কমরেড রবীন সমাজপতির আর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। '৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় আসার পরে '৭৯ সালে আমরা পশ্চিমবাংলায় প্রথম সিপিএম সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করি। ওই বছরের ১৫ জুন সরকার আমাদের দলের বিক্ষোভ মিছিলে লাঠিচার্জ করে, বহু কমরেড আহত হন, রাজ্য জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরপর '৮০ সালে সিপিএম সরকারের প্রাথমিকে ইংরেজি এবং পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেআমরা আন্দোলন শুরু করি। এই আন্দোলনে ডক্টর সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ ঘোষ সহ বহু বরেণ্য সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী যুক্ত হন। কমরেড মানিক মুখার্জী এঁদের সংগঠিত করেন। আমার কাজ ছিল বিভিন্ন জেলার পার্টি কর্মীদের এই আন্দোলনে সামিল করানো, সাধারণ মানুষকেও নামানো। দিনের পর দিন আমরা আন্দোলন করেছি, বহু মিছিল, অবস্থান করেছি। আর কমরেড রবীন সমাজপতি সহ কয়েকজনের ভূমিকা ছিল বিভিন্ন জেলায় গিয়ে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করা, এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা। এ রাজ্যে থাকাকালীন এই দুটি ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল।

কমরেড রবীন সমাজপতি ডিএসও-র কাজকর্ম করতেন, বহু ডিএসও কর্মীকে তিনি আকৃষ্ট করেছেন। পুরুলিয়ায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানায়, জয়নগরে নির্বাচনের কাজকর্ম করেছেন। যখন পুরুলিয়ায় বা নামখানায় কাজ করেছেন, তখন সেখানে থাকা খাওয়ার জায়গাও বিশেষ ছিল না। কিন্তু সেখানেও তিনি প্রবল উৎসাহ ও আবেগের সাথে কাজ করেছেন এবং সেখানকার ছাত্র-যুবকদের, সাধারণ মানুষদের দলের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন, বেশ কিছু নতুন কর্মী দলে যুক্ত করেছেন। সম্প্রতি প্রয়াত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দলের মহিলা নেত্রী কমরেড প্রতিভা মিশ্রকে তিনিই নামখানায় নির্বাচনী কাজ করতে গিয়ে দলে যুক্ত করেন। ছাত্র-যুবকদের কী ভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরা যায়, এই প্রচেষ্টা তাঁর সবসময় ছিল।

আপনারা শুনেছেন, ১৯৮৬ সালে ডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে কমরেড রবীন সমাজপতি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। সেই সময় আমাকে বলেছিলেন, আমি পারব কি? আমি বলেছিলাম, তুমি পারবে বলেই তো দল তোমাকে ঠিক করেছে। আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করেননি। তিনি যে পারেন, সেই সময় তাঁর ভূমিকাই সেই স্বাক্ষর বহন করেছে। পশ্চিমবাংলায় তখন বহু গণআন্দোলন চলছিল, এই আন্দোলনগুলিতেও তাঁর ভূমিকা ছিল। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, '৯০ সালে সিপিএম সরকারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধেএবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের দলের উদ্যোগে আন্দোলন চলছিল। ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন করতে করতে ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট রানি রাসমণি রোডে আমরা আইন অমান্য করি। সেই আইন অমান্যে বিভিন্ন সারিতে ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিল, একেবারে সামনের সারির ভলান্টিয়ার বাহিনীর ইনচার্জ ছিলেন কমরেড রবীন সমাজপতি। সেই মিছিলে ব্যাপক লাঠিচার্জ হয়, গুলিবর্ষণ হয়। কমরেড মাধাই হালদার শহিদ হন। আরও ৩২ জন কমরেড গুলিবিদ্ধ হন। সে দিন কমরেড রবীন সমাজপতি সহ আরও বেশ কিছু সংগঠক পরে এই আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সবই করেছেন। এই নৃশংস পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে ৩ সেপ্টেম্বর আমরা প্রথম বাংলা বনধ করি। অল্প সময়ের মধ্যে কমরেডরা বনধের প্রচারে নামে, সেখানেও কমরেড রবীন সমাজপতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক সফল ধর্মঘট। এরপরেও পশ্চিমবঙ্গে নানা দাবিতে আমাদের দল ১০ বার সফল বাংলা বনধ করে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের নানা কাজকর্মে, আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এরপর পাটনায় অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র কনফারেন্সের প্রস্তুতির জন্য ১৯৯৪ সালে তিনি বিহারে যান। এর আগেও ডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তিনি বিহারে গেছেন। সেই সময় পাটনায় তিনি বেশ কিছু দিন থাকেন এবং ওখানকার সংগঠনের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। ডিএসও-র সম্মেলনের এই প্রস্তুতি যখন চলছে, তখন শংকর সিং, যিনি দীর্ঘদিন অবিভক্ত বিহারে পার্টির সম্পাদক ছিলেন, তাঁর অধঃপতন ঘটতে থাকে এবং তিনি নানা দলবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেন। কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী তখন রাজ্য সম্পাদক, শিবশংকর সিং, হেম চক্রবর্তী এইসব নেতারা, যাঁদের নাম কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী উল্লেখ করেছেন, এঁরা সকলেই তখন বৃদ্ধ, অসুস্থ। এই সময় শংকর সিংয়ের অপপ্রচারের মোকাবিলা করার জন্য বিহার পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সাহায্য চায়। কে পারবে? এখানকার কিছু সিনিয়রের নাম আসে, রবীন সমাজপতির নামও প্রস্তাব করা হয়। কারও কারও মধ্যে তখন এ নিয়ে দ্বিধা ছিল— ও কি পারবে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁকেই দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। সেই সময়ের ঘটনা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিহারের এখনকার সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে বলেছেন, 'রবীনদা না থাকলে আমরা হয়তো এই আক্রমণ ঠেকাতে পারতাম না। আমাদের তখন তেমন অফিস ছিল না। মিন্টুদা, রবীনদা চাটাইতে থাকতেন। আমরা কখনও কখনও চিঁড়ে-গুড় বা চিঁড়ে-নুন সংগ্রহ করে আনতাম, হাসিমুখে তাই খেয়েই দিন কাটাতেন। রবীনদা সেই সময় বিহারের জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। সেখানে তখন কর্মীদের মধ্যে নানা সমস্যা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। কেউ রাগারাগি করছে, কথা শুনতে চাইছে না, কেউ কটু মন্তব্য করছে। রবীনদা শান্তভাবে শুনে ধীরস্থির ভাবে তাদের বোঝাতেন। কেউ হয়তো মিটিংয়ে আসেনি, তার বাড়ি চলে যেতেন বোঝাবার জন্য।' এই ভাবে বিহারে পার্টির অবস্থান শক্ত হয়। শংকর সিংয়ের আশা ছিল, গোটা বিহার পার্টি তার পক্ষে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত দু-তিনজন ছাড়া কাউকে পাননি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্যে গিয়ে শংকর সিংয়ের মতো এতদিনকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইভাবে লড়াই করা, সংগঠনকে রক্ষা করা এই সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন ছিল। যদিও অন্য কমরেডরাও তাঁকে সাহায্য করেছেন। কমরেডস অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর সিং, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী— এঁরা সবাই কমরেড রবীন সমাজপতিকে উপদেশ, উৎসাহ দিতেন, তাঁকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। বিহারের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক অরুণ সিংও তাঁর পাশে ছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি বিহার পার্টি সংগঠনকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কমরেড অরুণ সিং বলেছেন। শংকর সিংয়ের পরিচালনায় দলে শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। কমিটি ফাংশনিং, বডি ফাংশনিং ছিল না। বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা, বিপ্লবী আচরণবিধির চর্চা হত না। সবই ছিল এলোমেলো, অগোছালো। কমরেড রবীন গিয়ে পশ্চিমবাংলায় পার্টির কাজকর্ম পরিচালনা যে ভাবে দেখেছেন, নিজে করেছেন, বুঝেছেন, বিহারে গিয়ে সেই ভাবে শুরু করেছেন। অবিভক্ত বিহারে, বিশেষ করে বিহারের ওই অংশে এগুলো তিনি শুরু করেছিলেন। আর একটা বিষয়ও অরুণ সিং বলেছেন— 'যত্ন করে দলের কর্মী তৈরি করা, ক্যাডার তৈরি করা— এই জিনিস বিহারে ছিল না। রবীনদা গিয়ে এটা শুরু করেন।' এবং তার থেকে কিছু কিছু কমরেডকে বাছাই করে কলকাতায় আমার কাছে পাঠাতেন— এটাও অরুণ সিংয়ের বক্তব্য।

বিহারে তাঁর এই ভূমিকা সম্পর্কে আমি কমরেডদের, বিশেষ করে যুবকদের বলব, অনেক সময় বিশেষ করে যুবকরা তাদের চেনা এলাকা ছাড়তে চায় না। কিছু কমরেড রেসপন্স করে, কিন্তু বেশিরভাগই জেলার বাইরে, রাজ্যের বাইরে অপরিচিত জায়গায় যেতে চায় না। অথচ বাইরে কাজ করতে গিয়ে কমরেডদের চরিত্রের বিকাশ ঘটে। পার্টি গঠনের প্রথম যুগে প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড হীরেন সরকার, কমরেড তাপস দত্ত, কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী এই ভাবেই বাইরে গিয়ে সংগঠন গড়ে তোলেন, নিজেরাও নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত হন। একই ভাবে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় নতুন দল বাসদ (মার্ক্সবাদী) প্রতিষ্ঠা করেছেন, আসামে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য একই ভাবে দল গড়ে তোলেন। উভয়েই উন্নত স্তরে উন্নীত হন। একই ঘটনা কমরেড রবীন সমাজপতির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। বিহারে পার্টির সংকটের মুহূর্তে কাজ করতে গিয়ে তিনি পার্টিকে যেমন রক্ষা করেছেন, আবার পশ্চিমবঙ্গে তাঁর যে ভূমিকা ছিল, যে স্ট্যান্ডার্ড ছিল, বিহারে কাজ করতে গিয়ে তা অনেক উন্নত হয়েছে। নতুন জায়গায় বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে কাজ করতে গিয়ে, সংগ্রাম করতে গিয়ে তো চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আমি জুনিয়র কমরেডদের ক্ষেত্রে এটাকে একটা শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করতে বলব।

২০০০ সালে বিহার বিভক্ত হয়ে ঝাড়খণ্ড গঠিত হয়। সেই সময় ঝাড়খণ্ডের কমরেডরা চাইছেন কমরেড রবীন সমাজপতি তাঁদের ওখানে আসুন। আবার বিহারের কমরেডরা চাইছেন কমরেড রবীন সমাজপতি সেখানেই থাকুন। আমি সেই মিটিংয়ে ছিলাম। বিহারের কমরেডদের মধ্যে কমরেড রবীন সমাজপতিকে নিয়ে যে আবেগ, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাদের চোখের জল দেখেছি। তারা তাঁকে ছাড়তে চাইছিল না। রবীন সমাজপতিরও নিশ্চয়ই এই সম্পর্কের প্রতি গভীর আবেগ এবং আকর্ষণ ছিল। কিন্তু পার্টি যখন সিদ্ধান্ত নিল তাঁকে ঝাড়খণ্ডে আসতে হবে, তিনি

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন

ছয়ের পাতার পর

ঝাড়খণ্ডে চলে এলেন। ঝাড়খণ্ডের সম্পাদক ছিলেন কমরেড হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। দলের মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন, কিন্তু বৃদ্ধ, অশক্ত। তিনি দীর্ঘদিন ধানবাদে থাকতেন। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর পরিবার তাঁকে ছাড়তে চাইছিল না। তিনি বেরোতে চাইছেন, পরিবার আটকাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই লড়াই চলছিল। ফলে সংগঠনকে সেই ভাবে দেখার কেউ ছিল না। কমরেড সুমিত রায় আমাকে বলেছেন, ঝাড়খণ্ডের সাংগঠনিক রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেমচন্দ্র চক্রবর্তী আসতে পারছিলেন না। কমরেড রবীন সমাজপতি কমরেড হেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত রেখে দলের সকল কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। এমন ভাবে করতেন যেন তিনি নন, রাজ্য সম্পাদকই সব কিছু করাচ্ছেন। এই ভূমিকা খুবই বিরল, দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষণীয়।

আগে এক সময়ে রাঁচিতে সংগঠনের কিছু কাজ ছিল। যে কমরেড এখানে দায়িত্বে ছিলেন, মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। এরপর রাঁচিতে সংগঠন প্রায় ছিল না বললেই চলে। এখানে এসে কমরেড রবীন সমাজপতির সংগ্রাম আবার নতুন করে শুরু হয়। এই সময় যখন তিনি কলকাতায় আসতেন, আমি জিজ্ঞেস করতাম, কাজ হচ্ছে? বলতেন— এটা হচ্ছে, ওটা হচ্ছে। কিন্তু যে কথা আজকের শ্রদ্ধার্ঘ্যেও বলা আছে— আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি— এই জিনিস আমি তাঁর মধ্যে কোনও দিন পাইনি। পশ্চিমবঙ্গেও যখন কাজ করেছেন তখনও পাইনি, ওখানে যখন কাজ করেছেন, তখনও পাইনি। অথচ এই কাজগুলি তিনিই করেছেন। আমি যা জেনেছি তার ভিত্তিতেই বলছি।

ঝাড়খণ্ডে তখন পার্টি অফিস ও থাকার জন্য কোনও সেন্টার কিছুই ছিল না। কোনও সমর্থকের বাড়িতে থাকতেন। ঘুরে ঘুরে আবার নতুন করে যোগাযোগ বের করা শুরু করেছেন। এখানে সালটা আমার জানা নেই, কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ তিনি একের পর এক করে গেছেন। একটা হচ্ছে, রাঁচিকে কেন্দ্র করে কাজ করা। পরে একটা ছোট অফিস করেছিলেন, কিছুদিন পরে সেটা হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে তাঁর ভাবনা ছিল, পার্টির নিজস্ব অফিস করতে হবে। কিন্তু জায়গা নেই, অর্থ নেই। অন্যেরা বলেছে, আমরা দেনায় ডুবে যাব। কমরেড রবীন বলেছেন, আমাদের অফিস করতেই হবে, আমরা লড়াই করে করব। তারপর ধার করেছেন, চাঁদা তুলেছেন। একটু একটু করে টাকা জোগাড় করে একটু জমি কিনে অফিস করেছেন। পাশে আরএসএসের দপ্তর ছিল। এই জমিতে তারা মন্দির করতে চেয়েছিল। এই নিয়ে তাদের সাথে বিরোধ হয়, কিন্তু স্থানীয় মানুষের সমর্থন নিয়ে দলের অফিস রক্ষা করেন। আজও সেই অফিস আছে।

এরপরে রাঁচিতে আদিবাসী এবং আদিবাসী নয়, এই দুই অংশের মানুষের মধ্যে চাকরির সংরক্ষণ নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। দাঙ্গা, লুঠতরাজ, ঘরবাড়ি পোড়ানো এইসব হয়। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়। ওখানকার অন্যান্য দল এমনকি বামপন্থী দলগুলোও আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী, এই ভাবে বিভক্ত হয়ে ছিল। এই সময় কমরেড রবীন সমাজপতির উদ্যোগে পার্টির একটা বক্তব্য পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় জনগণের উপর এই বক্তব্যের খুবই প্রভাব পড়ে। ফলে সেই পুস্তিকা কয়েক বার ছাপাতে হয়। সেই সময় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর এই বক্তব্য জনগণকে সমস্যা সমাধানে সঠিক পথ দেখায়।

আগে বিহারে এবং ঝাড়খণ্ডে ২৪ এপ্রিল জেলায় জেলায় বিচ্ছিন্ন ভাবে পালন করা হত। কমরেড রবীন সমাজপতিই প্রথম কেন্দ্রীয় ভাবে সমাবেশ করার উদ্যোগ নেন। অনেকেই ভরসা পাচ্ছিল না। উনি তখন বলেন যে, আমরা এই সমাবেশ সফল করব। তার পরে জেলায় জেলায় ঘোরেন, কমরেডদের সাথে, সমর্থকদের সাথে কথা বলেন, তাদের আবেদন করেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমরেডরাও উৎসাহিত হয়। এ ছাড়াও রাঁচিতে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও জনজীবনের অন্যান্য সমস্যার সমাধানের দাবিতে তাঁর প্রচেষ্টায় ও অন্যান্য কমরেডদের সহযোগিতায় আমাদের দলের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়, সেখানে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, বেশ কিছু কমরেড আহত হন। এই ধরনের আন্দোলন বিহারে বা ঝাড়খণ্ডে এর আগে হয়নি। এতে কর্মীদের মধ্যে মিলিট্যান্ট আন্দোলনের মানসিকতা তৈরি হয়, তারা শক্তি পায়।

পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ডে বিভিন্ন বস্তি উচ্ছেদ হচ্ছিল। বস্তিবাসীরা অন্যান্য দলের কাছে যায়, কেউ সাড়া দেয়নি। আমাদের দল সাড়া দেয়। কমরেড রবীন সমাজপতির গাইডেন্সে বস্তি বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয়। বস্তি বাঁচাও কমিটি গঠিত হয়। দিনের পর দিন এই আন্দোলন চলে। বুলডোজার সহ পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, র‍্যাফ নামানো হয়। মহিলারা রাস্তায় শুয়ে পড়ে প্রতিরোধ করেন। বারবার উচ্ছেদের আক্রমণ আসে, বারবার বস্তিবাসীরা প্রতিরোধ করে। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিবাদ চলতে চলতে বস্তিবাসীদের মধ্যেও পার্টির খুবই প্রভাব তৈরি হয়।

কমরেড রবীন সমাজপতি আর একটা কাজ বিহারে থাকাকালীন শুরু করেছিলেন সেটা হচ্ছে, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। কমরেড রবীন সমাজপতিই বিহারে এটা প্রথম শুরু করেন। পরে ঝাড়খণ্ডেও এটা শুরু হয়, এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন মনীষী, আদিবাসীদের বীর যোদ্ধা সহ বিভিন্ন বিপ্লবীদের স্মরণ করে তাঁদের জন্মজয়ন্তী, স্মরণ দিবস পালনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাত্র-যুবক, সাধারণ মানুষদের শামিল করে ওখানে চলছে।

কমরেড রবীন সমাজপতির সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে দলের কর্মী-সংগঠকরা তাঁকে যেভাবে দেখেছেন— তাতে সবাই বলেছেন, তিনি এমন একজন সংগঠক ছিলেন যিনি কখনও এতটুকু আত্মপ্রচার চাননি, যাঁর মধ্যে কোনও ইগো, কোনও অহংকার, বা আমি এই করেছি, আমি ওই করতে পারি এসব জিনিস ছিল না। বলতে গেলে অনেকখানি ইমপার্সোনাল ক্যারেক্টার, সংবেদনশীল, দরদি মনের ও নম্র আচরণের অধিকারী ছিলেন তিনি। ছোট-বড় নির্বিশেষে যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাদের ওপরে তিনি একটা গভীর ছাপ ফেলেছেন, তারা কমরেড রবীন সমাজপতিকে ভুলতে পারবে না।

এই যে ভূমিকা, এই যে চরিত্র, এর উৎস কোথায়? এর উৎস মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। এই শিক্ষাকে কমরেড রবীন সমাজপতি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই শিক্ষাকে নিয়েই তিনি আজীবন সাধনা করে গেছেন। আজ কমরেডরা তাঁর জন্য যে চোখের জল ফেলছে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে তাঁর সম্পর্কে বলছে, এটা তাঁর প্রাপ্য, তার চরিত্রের জন্যই এটা তাঁর প্রাপ্য। তাঁর জীবনের সাথে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলাম। ফলে এই কথাগুলো আজ যে আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে এটা যখন ভাবি, খুবই কষ্ট দেয়, বেদনা দেয়। আমি অনেক সময় তাঁর সমালোচনা করেছি। আমাদের দলে আত্মসমালোচনা, সমালোচনা চলে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে ভিত্তি করেই। কমরেড শিবদাস ঘোষ অন্য নেতাদের সমালোচনা করেছেন, আমারও করেছেন, আবার আমিও এখন নেতাদের সমালোচনা করি। এটা ভালবাসা থেকেই করা হয়।

এই বছর মে মাসে যখন কমরেড রবীন সমাজপতি চিকিৎসার জন্য কলকাতা এসেছিলেন, ঝাড়খণ্ডের সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমি তাঁকে কিছু সমালোচনা করি। উত্তরে তিনিও আমার সমালোচনা করে বলেন, প্রভাসদা, বড় দেরি করে ফেললেন। আমি তো আর বেশি দিন কিছু করতে পারব না। আমি বলি, কেন? তিনি বলেন, আমার যা স্বাস্থ্য আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আমি বললাম সে কী? তুমি তো আমার থেকে অনেক ছোট। তিনি বলেন, আপনাকে আরও অনেক দিন বাঁচতে হবে, কিন্তু আমার সেই স্বাস্থ্য আর নেই। এই কথাগুলো যে এত অল্প দিনের মধ্যে এত নিষ্ঠুর বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, তা আমি সে দিন ভাবতে পারিনি।

কমরেড, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় পরিস্থিতি আজ খুবই ভয়ঙ্কর। প্যালেস্টাইনে, গাজায় হাজার হাজার মানুষকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য নিয়ে ইজরায়েল খুন করছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরান আক্রমণ করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেছে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে মিথ্যা অভিযোগে মাঝরাতে বন্দি করে তুলে নিয়ে গেছে। বিশ্বজুড়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমণ চলছে। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই, কমিউনিস্টআন্দোলনের জোয়ার নেই। দেশে দেশে বিক্ষোভ-আন্দোলন হচ্ছে এ কথা ঠিক। কিছু বছর আগে আমেরিকায় কয়েক মাস ধরে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন চলল। সম্প্রতি প্যালেস্টাইনের পক্ষ নিয়ে আমেরিকায় 'নো কিংস' স্লোগান দিয়ে আন্দোলনের ঢেউ উঠছে। ইউরোপ সহ দেশে দেশে বিক্ষোভের ঢেউ আসছে, আবার স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনও কমিউনিস্ট পার্টি নেই। আমরা জানি, কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিন-পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদকে যে ভাবে উন্নত করেছেন, বিকশিত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন, আজকের দিনে একটা কমিউনিস্ট পার্টি কী ভাবে গড়ে তুলতে হবে সেই শিক্ষা রেখে গেছেন, একে বাদ দিয়ে আজ বিশ্বের কোনও দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই কথাগুলো কে পৌঁছে দেবে? এখানেই আমাদের দলের উপর ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছে। যদি আমরা দ্রুত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারি, তা হলে আমরা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দলগুলির কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই অমূল্য শিক্ষাগুলি পৌঁছে দিতে পারি।

আমাদের দেশের পরিস্থিতিও ভয়ঙ্কর। রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, নৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী সংকট। কেন্দ্রে এবং বহু রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাসীন। কংগ্রেস পুঁজিবাদের স্বার্থে যে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল, বিজেপি তাকে আরও মজবুত করছে, শক্তিশালী করছে। একচেটিয়া পুঁজি, মাল্টিন্যাশনালরা দেশের সমস্ত সম্পদ গ্রাস করছে। জনসংখ্যার ৫ শতাংশ দেশের সমস্ত সম্পদের ৬৫ শতাংশের মালিক। বাকি ৯৫ শতাংশ হচ্ছে শোষিত এবং তার মধ্যেও ৯০ শতাংশ হচ্ছে সর্বহারা, আধা সর্বহারা, ভিখারি। মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত হচ্ছে, নিম্নমধ্যবিত্ত সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে। রাজনীতি নীতিহীন। চূড়ান্ত দুর্নীতি, মিথ্যাচার, কপটতা, প্রতারণা— এই হচ্ছে রাজনীতির চেহারা। নীতি-নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব আজ ধ্বংসপ্রায়। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ফ্যাসিবাদ এলে মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই ধ্বংস করে দেয়, দেশে মানুষ বলে আর কিছু থাকে না। সেই অবস্থাই আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি। নীতি-নৈতিকতা, মনুষ্যত্বের সংকট প্রবল, যুবসমাজ পথভ্রষ্ট। যুবসমাজের মধ্যে ড্রাগ অ্যাডিকশন, মোবাইল অ্যাডিকশন, সেক্স অ্যাডিকশন, আরও নানা ধরনের অ্যাডিকশন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই মুহূর্তে, এখনই দেশজুড়ে কত কৃষক-শ্রমিক খিদের জ্বালায়, ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যা করছে। এই মুহূর্তে কত নারী আক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছে। এই হচ্ছে দেশের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে কে? কোন সেই শক্তি? একমাত্র শক্তি কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)। একমাত্র আমরাই পারি। তার জন্য আমাদের দলের বিস্তার দরকার, সংগঠনের বিস্তার দরকার। আমাদের কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান, চরিত্রের মান আরও উন্নত হওয়া দরকার। যে ভাবে, যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই সময় কমরেড রবীন সমাজপতি গড়ে উঠেছিলেন, সেই সংগ্রাম চাই। যে ভাবে তিনি নিজেকে সর্বাত্মক সংগ্রামের দ্বারা গড়ে তুলেছিলেন, আজকের দিনে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে কমরেডদের সেটাই স্মরণ করতে হবে। আজ তাঁর সিনিয়র যাঁরা আছেন, মধ্যেযাঁরা আছেন আমি তাঁদের জানি, তাঁদেরও কমরেড রবীন সমাজপতির থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। জুনিয়রদেরও শেখার আছে, সকলেরই শেখার আছে। সেই ভাবে যদি আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যার যেখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি-সীমাবদ্ধতা আছে, তার বিরুদ্ধেসংগ্রাম করে এগিয়ে যান, কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের ঝান্ডা বহন করার জন্য, তবেই এই স্মরণসভার সার্থকতা। না হলে, আমরা যতই আবেগ প্রকাশ করি, চোখের জল ফেলি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কোনও সার্থকতা নেই। ফলে এই ভাবেই আপনারা ভাববেন, বিচার করবেন, এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

কমরেড রবীন সমাজপতি লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 46 Bengali Weekly 17 July, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

কমরেড মোকাররম খাঁ স্মরণে সভা

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই পালিত হল শহিদ কমরেড মোকাররম খাঁ স্মরণ সমাবেশ। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলতলীর মেরিগঞ্জ-১ অঞ্চলে ১৯৮৪ সালের ১০ জুলাই কমরেড মোকাররম খাঁ কংগ্রেসী ঘাতকদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। মার্ক্সবাদী আদর্শকে হাতিয়ার করে এসইউসিআই(সি)-র নেতৃত্বে সংগঠিত গণআন্দোলনগুলির বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন তিনি। গত ১০ জুলাই তাঁর স্মরণসভায় মেরিগঞ্জ-১-এর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র-যুব-মহিলা সহ বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও কমরেড সৌরভ মুখার্জী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য, ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার ও রাজ্য কমিটির সদস্য বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার ষড়যন্ত্র

বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

খুন-ধর্ষণ থেকে শুরু করে নানা অপরাধ ও গুন্ডাদমন আইনের বিরোধিতায় গণবিক্ষোভে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একদিকে সাম্প্রদায়িক রঙ লাগানোর চেষ্টা চলছে, অন্য দিকে বারুইপুরের ঘটনায় বিরোধী নেতাদের নামে এফআইআর করা হচ্ছে এবং গ্রেফতার করা হচ্ছে, যা বিরোধী-কণ্ঠ রোধ করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বিরোধী আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছে বলেই সরকারের এই আচরণ। বারুইপুরের পরেও রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। সরকারের এই সমস্ত পদক্ষেপের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।

বারুইপুরের ঘটনায় দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দাবি

বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির

বারুইপুরের সূর্যপুরে ১১ বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রেক্ষিতে ৫ জুলাই 'বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি'র সভানেত্রী শতরূপা সান্যাল ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন,

এই ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। বিগত সরকারের আমলে আর জি করে ঘটা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও মানুষ পায়নি। সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু খুন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলি তারিখ ও স্থান পরিবর্তন করছে শুধু।

নতুন সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে সূর্যপুরের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মদ ও নেশাদ্রব্য নিষিদ্ধ করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া সহ সমস্ত প্রচার মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রচার বন্ধ করতে হবে। আশা করি, সরকার ও প্রশাসন আরও সংবেদনশীল, আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবমাননার

প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আপসহীন চরিত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক অনুগামীদের 'গুন্ডা' আখ্যা দিয়ে তাঁর অবমাননার প্রতিবাদে ৮-৯ জুলাই রাজ্য জুড়ে নেতাজির দুই শতাধিক মূর্তিতে মাল্যদান ও প্রতিবাদ সভা করে এআইডিএসও। দাবি করা হয়, অবিলম্বে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তাঁর কটূক্তির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। বীরভূমের রামপুরহাটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে রাস্তার নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে এআইডিএসও।

কলকাতার শ্যামবাজারে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ সভা

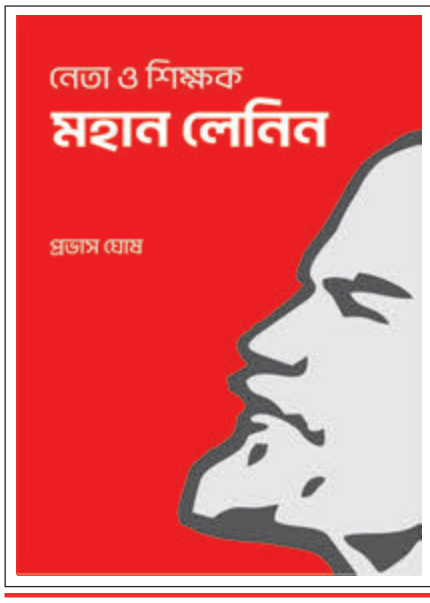

সংগ্রহ করুন

বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষক-খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে

নাগরিক সমাজের মিছিল তমলুকে

বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণকারী ও খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে ১০ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক হাসপাতাল মোড়ে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ সভায় শামিল হলেন তমলুক নাগরিক সমাজ 'আর জি করের পাশে আমরা তমলুকবাসী'-র আহ্বানে। একটি মিছিলও হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা চন্দনা দাস, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সোমপ্রকাশ মাইতি, শিক্ষিকা মৌমিতা প্রামাণিক, তরুণ ঘোড়াই প্রমুখ।

মোটরভ্যান ও টোটো চালকদের

বিক্ষোভে উত্তাল কোচবিহার

মোটরভ্যান ও টোটো চালকদের উপর আরোপিত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, স্থায়ী বৈধ স্বীকৃতি ও লাইসেন্স প্রদান, পুলিশি হয়রানি ও বেআইনি অর্থ আদায় বন্ধ এবং চালকদের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে ৯ জুলাই কোচবিহার শহরে রাসমেলার মাঠে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন ও সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহস্রাধিক মোটরভ্যান ও টোটো চালক বিক্ষোভ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি অনিলচন্দ্র বর্মন রায়। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, এআইইউটিইউসি-র কোচবিহার জেলা সম্পাদক নেপাল মিত্র, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিপুল ঘোষ, সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা সম্পাদক আব্দুস সালাম এবং সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এআইইউটিইউসি-র কোচবিহার জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ রীণা ঘোষের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধিদল কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com